বুধবার ॥ ৩০ শাবান ১৪৩০ হিজরী ॥ ২২ আগস্ট ২০০৯
dailyjanakantha.com

শিক্ষা জরিপের কাজ শেষ ॥ বিশ বিষয়ে সঠিক তথ্য জানা যাবে

বিভাষ বাড়ৈ ॥ নানা সীমাবদ্ধতা আর সংশয় কাটিয়ে অবশেষে সফলভাবেই সম্পন্ন হতে চলেছে বহু আকাঙ্ক্ষিত জাতীয় শিক্ষা জরিপ-২০০৮। এর ফলে খুব শীঘ্রই মানুষ জানতে পারবে দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ গুরুত্বপূর্ণ খাতের পরিস্থিতি নিয়ে প্রায় বিশটি সঠিক তথ্য। জানা গেছে, বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) পরিচালিত এই জরিপের কাজ প্রায় শেষ। চলছে অন্তত ১০ বছর পর দেশে পরিচালিত পূর্ণাঙ্গ এই শিক্ষা জরিপে সারাদেশে থেকে সংগ্রহ করা তথ্য চূড়ান্তভাবে যাচাই-বাছাইয়ের কাজ। সংশ্লিষ্টরা আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেছেন, আগামী এক মাসের মধ্যে বই আকারে প্রকাশিত হবে জরিপের ফলাফল।

জানা গেছে, ব্যানবেইস দেশের শিক্ষা সংক্রান্ত নানা তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণের একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। দেশের সরকারী-বেসরকারী নানা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বিভিন্ন দাতা সংস্থা ও আন্তর্জাতিক সমাজ সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এই ব্যানবেইস থেকেই শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে থাকে। তবে প্রতিষ্ঠার পর দীর্ঘদিন পেরিয়ে গেলেও এখনও ব্যানবেইসের পেশাদারিত্ব নিয়ে ভোক্তাদের সংশয় রয়েই গেছে। প্রতিবছর দেশের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও এবতেদায়ী শিক্ষাস্তরের পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা নির্ধারণে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও

(২ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

...রপের কাজ

(...তার পর)

... বোর্ডকে (এনসিটিবি) ...ন থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যের ...। নেয়ার প্রয়োজন হলেও ব্যানবেইসের সরবরাহকৃত তথ্যের যথার্থতা সম্পর্কে সন্দেহ থাকায় এনসিটিবি নিজেদের উদ্যোগেই বইয়ের সংখ্যা নিরূপণ করে থাকে। সংশ্লিষ্টদের অভিযোগ, বইয়ের সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করতে না পারার কারণে প্রতিবছরই পাঠ্যপুস্তক নিয়ে নানা জটিলতা সৃষ্টি হয়। এমন অবস্থার মধ্য দিয়ে গত বছর বড় ধরনের পরিকল্পনা নিয়ে শিক্ষা জরিপের কাজে হাত দেয় ব্যানবেইস। সূত্রমতে, ১৯৯৯ সালে প্রথমবারের মতো ব্যানবেইস পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা জরিপ পরিচালনা করে। এরপর ২০০৩ ও ২০০৫ সালে ১৯৯৯ সালের জরিপের তথ্য ও পরিসংখ্যান হালনাগাদ করা হয়। আরও জানা গেছে, গত বছরের আগস্টে শিক্ষা জরিপ ২০০৮-এর কাজ শুরু হয়। মাঠ পর্যায় থেকে পাওয়া নানা তথ্য-উপাত্ত কেন্দ্রীয়ভাবে ব্যানবেইসের অফিসে ডাটাবেজে সংরক্ষণ করার জন্য এসইএসডিপির তৈরি করা সফটওয়্যার বাদে পুরো কাজ করার জন্য সরকার থেকে বাজেট ধরা হয় প্রায় ৪ কোটি টাকা। এই জরিপেই প্রথমবারের মতো দেশের ৬৪ জেলাকে ৯ জোনে ভাগ করে মাঠ পর্যায়ে পাওয়া তথ্য জোনভিত্তিক ডাটা এন্ট্রি করার কাজ চলে। জোন থেকে এ তথ্যসমূহ ই-মেইল অথবা সফট কপিতে করে ব্যানবেইসের অফিসে এনে চূড়ান্তভাবে ডাটাবেজ তৈরি করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় দেশের ৩৩ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, এমনকি তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার অন্তত ১৯ ধরনের তথ্য, উপাত্ত ও পরিসংখ্যান বের করে আনা হয়। গ্রামগঞ্জে বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে গিয়ে শিক্ষক, শিক্ষার্থী সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তথ্য বের করে আনার কাজ চলে অনেক দিন। সারাদেশে প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে ১৯টি প্রশ্ন সংবলিত একটি ফরম পূরণ করে মাঠ পর্যায়ের কর্মীরা।

তবে জানা গেছে, এর আগে গত বছর বিশাল এই কর্মযজ্ঞ শুরুর পরপরই সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের (এসইএসডিপি) সফটওয়্যার প্রদানে সময়ক্ষেপণের কারণে পুরো জরিপে সৃষ্টি হয়েছিল বড় ধরনের সমস্যার। সকল সমস্যা কাটিয়ে জরিপের পুরো কাজ গুছিয়ে আনতে পারায় সন্তোষ প্রকাশ করলেন ব্যানবেইসের পরিচালক আহসান আবদুল্লাহ্।

ব্যান্ডউইথের দাম হ্রাসের সুবিধা গ্রাহকরা পাচ্ছে না

স্টাফ রিপোর্টার ॥ দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়াতে বিটিআরসি ব্যান্ডউইথের দাম কমিয়েছে। তবে এই সুবিধা গ্রাহকরা পাচ্ছেন না। নতুন দাম জুলাই থেকে কার্যকর হলেও আইএসপি গ্রাহকদের ... আগের রেটেই মাসিক ফি